সংবাদ

তারিখ NOV. 01 2006
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

লক্ষ্য পূরণে বাধা দাতাদের শর্ত

নাজনীন মুন্নী

২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা, দারিদ্র্যবিমোচনের কৌশলপত্র (পিআরএসপি) এবং মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলের (এমডিজি) মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ। তবে এই লক্ষ্য পূরণের জন্য যে আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন তা দেয়ার শর্ত হিসেবে দাতাগোষ্ঠী যে সব শর্ত আরোপ করেছে তা দেশের উচ্চশিক্ষাকে ব্যাহত এবং ব্যয়বহুল করছে। বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফের এসব শর্ত পূরণ করতে গিয়ে এরই মধ্যে ঝরেপড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩০ থেকে ৪০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এই ধারা অব্যাহত থাকলে এদেশে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির বদলে কমতে শুরু করবে বলে আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

এমডিজি'র ২য় লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির হার ১৯৯২ সালের ৭৩.৭ শতাংশ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে ১০০ শতাংশে উন্নীত করতে বলা হয়েছে। এতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত খরচ হবে ১.৭ বিলিয়ন ডলার যার ৪০ শতাংশ আসবে ঋণ থেকে। আর এই ঋণ প্রদানে বিভিন্ন রকমের শর্ত আরোপ করা শুরু করেছে বিশ্বব্যাংক এবং

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এই শর্তের মধ্যে অন্যতম শিক্ষা উপকরণের ওপর শুল্ক হার বাড়ানো এবং সরকারি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন বৈষম্য দূর করা।

২০০৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নেটওয়ার্কের অন্যতম সদস্য ছিল ২১টি সরকারি সাধারণ ও বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়, ৫২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত দেড় হাজার কলেজ। রাষ্ট্রপরিচালিত সব বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত হয়। তাই সরকারি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বেতন ফি'র বিশাল পার্থক্য রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এ ধরনের পার্থক্য কমাতে, বিশেষ করে সরকারি সহায়তাপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সরকারি সমর্থন প্রত্যাহার করার লক্ষ্যে দারিদ্র্যবিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি) সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ, খরচ ভাগাভাগি ও মূল পুনরুৎপাদনমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের ১শ মিলিয়ন ডলারের প্রকল্প ঋণ দেয়ার কথা রয়েছে, যার উদ্দেশ্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন-ফি বাড়ানো। এরই মধ্যে বিশ্বব্যাংক সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষা ব্যয়ের পার্থক্য কমাতে নতুন একটি প্রকল্প শুরু করেছে।

স্বল্পোন্নত দেশগুলোর যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাওয়া শিক্ষার্থীর হার শতকরা ২৩ ভাগ সেখানে বর্তমানে বাংলাদেশের মাত্র ৬ ভাগ শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে লেখাপড়া করছে। টেকনিক্যাল এবং ভোকেশনাল ক্ষেত্রে এই শিক্ষার্থীর হার মাত্র ২ দশমিক ৬ শতাংশ যেখানে অন্য দেশগুলোর হার ১০ দশমিক ৪ শতাংশ। বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ যদি বেসরকারি এবং সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন বৈষম্য কমাতে চেষ্টা করে তবে এই শিক্ষার্থীর হার আরও কমে যাবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। কারণ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের প্রায় ৮০ শতাংশ আসে মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে। মেধাবী এসব ছাত্রছাত্রী উচ্চ বেতন এবং ভর্তি ফি জোগাড়ে ব্যর্থ হয়ে ঝরে পড়বে বলাই বাহুল্য।

সবার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে গিয়ে এমন বৃত্তি ছাড়লেও বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ শিক্ষা উপকরণের ওপর শুল্ক বাড়ানোর শর্ত দিয়েছে। এই শর্ত পূরণ করতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে শিক্ষা উপকরণের দাম। ফলে অভিভাবকরা তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। এর ফলে দেশে সাক্ষরতা হার কমে যাচ্ছে। ২০০২ সালে স্কুলে ঝরেপড়া শিক্ষার্থীর হার ছিল ৩০ শতাংশ আর এ বছর এই হার দাঁড়িয়েছে ৪০ শতাংশে।

শিক্ষা উপকরণের ওপর শুল্ক বাড়ানো হয়েছে। দেশের নিউজপ্রিন্টের মোট চাহিদার প্রায় ৭০ শতাংশ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়, এই আমদানি শুল্ক ধরা হয়েছে সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশ। অথচ